Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ মার্চ, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২৫ মার্চ, ২০২৪, সোমবার, ১১ চৈত্র, ১৪৩০

ভগৎ সিংয়ের আত্মবলিদান দিবস পালন করল যুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ মার্চ : ২৩ মার্চ দেশ বাঁচান, দেশের সংবিধান বাঁচান, রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ বাঁচান দাবিতে বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদান দিবস জেলা জুড়ে পালন করা হয়। এদিন বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে তেলমারুই রোডে ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। ডিওয়াইএফআই বর্ধমান সদর-১ আঞ্চলিক কমিটি শিক্ষা-কাজ-সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে, দেশের পার্লামেন্টে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে-আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রার্থী অধ্যাপক ড. সুকুতি ঘোষাল-কে কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, এই আহ্বানকে সামনে রেখে দেওয়ানদিঘি থেকে বিজয়রাম পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্র যুব। সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে অনেক মানুষ পথে নামেন। কালনা, কাটোয়া ছাড়াও অনেক জায়গাতেই এই তিন শহিদের আত্মবলিদান দিবস পালিত হয়েছে।

ব্যাপক নদী ভাঙনের মুখে কালনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ মার্চ : ব্যাপক নদী ভাঙনের মুখে পড়েছে কালনা পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড। ফলে চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এই ওয়ার্ডের গাল পাড়ার বাসিন্দারা। এদিন সন্ধ্যায় কালনা ফেরিঘাট সংলগ্ন পালপাড়ায় ব্যাপক নদী ভাঙন শুরু হয়। এই খবর পেয়ে কালনা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক সহ পূর্ব বর্ধমান লোকসভার বাম প্রার্থী নীরব খাঁ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি ২০০০ সালের আগে এখানকার নদী পাড়ে সালবল্লা পুঁতে বোল্ডার ফেলে বামফ্রন্ট সরকার নদী ভাঙন রোধ করেছিল। তারপরে গত বছর রাজ্য সরকার নদী পাড়ে বালির বস্তা ফেলে ভাঙন রোধের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। ফলে পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। আবার নদী ভাঙন শুরু হয়েছে।

রাজ্য ও দেশ বাঁচানোর আহ্বান বামফ্রন্টের

বর্ধমান-দুর্গাপুর-এর প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল-কে নিয়ে পদযাত্রা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ মার্চ, বর্ধমান : বিকেলে বামফ্রন্টের দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। প্রার্থী তালিকায় ৩৮ বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল-এর নাম। নাম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বামপন্থী কর্মীরা পথে নেমে পড়ে। পোস্টারিং, দেওয়ালে দেওয়ালে তুলির টানে কাস্তে হাতুড়ি তারা সঙ্গে প্রার্থীর নাম লিখতে শুরু করেন। লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়েই শুরু হয় তৎপরতা। দুর্গাপুর পশ্চিম, দুর্গাপুর পূর্ব, গলসী, বর্ধমান দক্ষিণ, বর্ধমান উত্তর, ভাতার ও মন্তেশ্বর ৭টি বিধানসভা এলাকাতেই শুরু হয় প্রচার মিছিল। এদিন বর্ধমান শহরের কার্জনগেট থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে রাজবাটী উত্তর ফটকে শেষ হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল, সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এদিন সাতটি বিধানসভা এলাকাতেই মিছিল ও পথসভা হয়েছে। জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র গৌরব সমাদ্দার তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী ভোটকে সংহত করতে জেলা কংগ্রেস

—এরপর চারের পাতায়

পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রচার চলছে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে

পার্থপ্রতিম কোঙার, রায়না, ২২ মার্চ, পূর্ব বর্ধমান : কাইতি বাজারে মোদি সরেন, রিতা মেটে, সায়রা বেগম প্রার্থীকে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, বাবা ভোট দিতে পারবো তো? বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী নীরব খান-কে পেয়ে তাদের আকুতি।

রায়না-২ ব্লকের কাইতি বাজার হতে সকালে প্রচার অভিযান শুরু হয়ে কাইতি বাজার হয়ে সদানন্দ মোড় থেকে শ্রীরামপুর, চকচন্দন, উচালন, বুলচন্দ্রপুর, পাইটা, গহলানপুর, মোহনপুর, লোহাই বাজারে শেষ হয়। মানুষ রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে পুষ্পবৃষ্টি করেন, প্রার্থীকে মালা পরিয়ে দেন। শ্রমজীবী গরিব মহিলা কল্পনা রায় প্রার্থীর কাছে দাবি করেন গরিব মানুষের বঞ্চনার কথা ভোটে জিতে গার্লামেন্টে তুলে ধরার জন্য। কৃষক মানুষ সওকত মল্লিক প্রার্থীকে কাছে পেয়ে বলেন, কৃষকের ফসলের ন্যায্য

—এরপর চারের পাতায়

প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ, বিক্ষোভ এবিপিটিএ-এর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ মার্চ : ১২ বছর বন্ধ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ। একে শিক্ষক নেই, তার ওপর নেই প্রধান শিক্ষক। অচল অবস্থা প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের পর দু'মাস আগে চালু হয় নিয়োগ প্রক্রিয়া। লোকসভার আচরণবিধি চালু হওয়ার একদিন আগে হঠাৎ বন্ধ হয় নিয়োগ প্রক্রিয়া। বিপাকে পড়ে নিয়োগ পাওয়া প্রধান শিক্ষক এবং এম্পানেলেড হওয়া শিক্ষকরা। এর বিরুদ্ধে পথে নামে এবিপিটিএ। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় আচরণ বিধির নাম করে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। কারণ নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগেই প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই ১৫টি সার্কেলে প্রায় ৭০০ জনকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। জেলায় ৪৪টি সার্কেল এর জন্য প্রধান শিক্ষকের মেমো নাম্বার দিয়ে পর্ষদের সভাপতি প্যানেল তালিকা প্রকাশ করেন। স্বচ্ছতার সাথে শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রক্রিয়া চলে। সূত্রের খবর শাসক দলের মনের লোক নিয়োগ না হওয়ায় বন্ধ করা হয়। ডিআই-এর কাছে প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেয়। পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি বিশ্বনাথ দাস জানান অন্যান্য জেলায় নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। কেবলমাত্র শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য আনার চেষ্টা এটি অন গোয়িং প্রক্রিয়া। বিধিতে আটকানোর কোনো আইন নেই। ডিআই তা মেনেও নিয়েছেন।

ভয়ে ভয়ে থাকা

বিশেষ সংবাদদাতা : মিডিয়ায় এমন প্রচার চলছে যে বিজেপি যেন ৩৭০ পেয়েই গেছে—তার দাপটের সামনে নতজানু হতে বাধ্য হয়েছে সমস্ত বিরোধী শক্তি। বাস্তবটা কিন্তু বেশ খানিকটা আলাদা। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করে, শঙ্করাচার্যের আপত্তি সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি অর্ধসমাপ্ত রামমন্দিরে রামলালা-র 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করে, আর সব শেষে বহু আগে অনুমোদিত 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন' বা সিএএ চালু করে বিজেপি ভেবেছিল পুলওয়ামা কাণ্ডের মতো গোল দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি, বে-রোজগারি, দারিদ্র্যের চাপে অতিষ্ঠ মানুষ আর মন্দির বা সিএএ নিয়ে মাততে রাজি নয়। পালের বাতাস ঘুরে যাচ্ছে দেখে বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় শাসকদল। তাই গণতন্ত্রের ন্যূনতম শর্ত না মেনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে বিরোধীদের টুঁটি টিপে ধরতে চাইছে।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ, ভোটের আগে ইনকাম ট্যাক্স বিভাগকে দিয়ে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের ১১ ব্যাঙ্ক একাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। অপরাধ কী? ১৭-১৮ অর্থবর্ষে ১৪,৯০,০০০ টাকা অনুদানের হিসেব সময়ে দিতে না-পারা। আয়কর আইন বিলম্বিত রিটার্নের জন্য সর্বাধিক জরিমানা ১০,০০০ টাকা। আর ৭ বছর আগের এই সাধারণ বিচ্যুতিকে পূর্বের কোনো গরমিলের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কংগ্রেস দলকে ২০০ কোটি টাকার জরিমানা করেছে আয়কর দপ্তর। ২০২১ সালে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছিলেন, তিন বছরের বেশি পুরানো ইনকাম ট্যাক্স ফাইল খোলা হবে না—সামান্য টাকা দিয়ে কর প্রদানে রেহাই দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কোম্পানিগুলোকে। তাহলে কংগ্রেস দলের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা কেন? কংগ্রেসের প্রার্থীরা যাতে টাকার অভাবে প্রচারে না যেতে পারে, বিজ্ঞাপন না দিতে পারে, সে ব্যবস্থা পাকা করা হচ্ছে। ভয় থেকেই বিপক্ষকে কমজোর করে দেবার চক্রান্ত হচ্ছে।

এ যে নিছক অনুমান নয় তা আরো স্পষ্ট হলো সাম্প্রতিক দুটি ঘটনায়। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে আবগারি দুর্নীতিতে জেলে পাঠানো হলো। লক্ষ্য শুধু বিরোধীদের চমকানো নয়, হেভিওয়েট প্রচারক যাতে প্রচারের সুযোগ না পায় তা সুনিশ্চিত করা। তবে ভয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ, বক্তব্য বিকৃতি। শিবাজী পার্কের এক মিটিং-এ রাহুল বলেছিলেন যে, তাঁর লড়াই বিজেপি দল বা ব্যক্তি মোদীর বিরুদ্ধে নয়, এক ভয়ঙ্কর শক্তির বিরুদ্ধে। যে অপশক্তি কেন্দ্রীয় এজেন্সি লেলিয়ে দিয়ে এবং অন্য নানাভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত, তার বিরুদ্ধে লড়তে তিনি বদ্ধপরিকর বলে জানান রাহুল। রাহুলের এই 'শক্তি' শব্দটা তুলে শক্তির সঙ্গে নারীশক্তিকে মিশিয়ে, সেই নারীশক্তির মর্যাদা রক্ষায় আত্মবলিদান করতেও তিনি প্রস্তুত বলে প্রচার আসর মাতাতে নামলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্যবিকৃতি করে অপশক্তিকে নারীশক্তি হিসেবে হাজির করা এবং নিজেকে তার রক্ষক হিসাবে তুলে ধরার কৌশল আতঙ্কসঞ্জাত। প্রশ্ন উঠছে, মণিপুরে মায়েদের সম্মান রক্ষায় মোদীজি কী করেছেন? বাহুবলী বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ যখন মহিলা কুস্তিগীরের ওপর যৌন নির্যাতনের দায়ে অভিযুক্ত হলেন, দিল্লি তোলপাড় হল, তখন প্রধানমন্ত্রীর নারীশক্তির জন্য আত্মবলিদানের শপথ কোথায় ছিল? লোকে কাজ চাইছে ইলেক্টরাল বন্ডের কেচ্ছা বাইরে আসছে, INDIA জোট রাজ্যে রাজ্যে নিজেদের মধ্যে আসন সমঝোতা করে ফেলেছে। তাই মিডিয়া যতই রঙ চড়াক, প্রধানমন্ত্রী স্বস্তিতে নেই।

নতুন চিঠি

২৫ মার্চ, ২০২৪

এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা

আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। লক্ষ্য বিরোধী নেতাদের লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরিয়ে দেওয়া। ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তর সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর আরএসএস অনুগামী আধিকারিকদের মাধ্যমে তাদেরকে হেনস্থা করা হচ্ছে। চাপ; এমনকি গ্রেপ্তার। আর বিজেপিতে ঢুকে গেলে 'সফেদ হাতি'। ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে বুক ফুলিয়ে বিজেপির ঝাণ্ডা বইবে। এমনকি কেউ সাংসদ, বিধায়ক বা মন্ত্রী হয়েও যেতে পারেন। ছলে বলে কৌশলে লোকসভায় আসন বৃদ্ধিটাই একমাত্র লক্ষ্য। তা যদি অনৈতিকভাবে হয় তাও সই। রামমন্দির, বিভাজনের মেরুকরণ যতই হোক, স্বচ্ছ পথে বিরোধীদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। নির্বাচন ঘোষণার পরই মোদী বাহিনীর তৎপরতা মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে কেন এতোদিন তদন্ত ধীর গতিতে চলছিল। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে দেশের প্রধান বিরোধী দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে কেন? এই গ্রেপ্তার কেন? এরা তো কেউ দেশের বাইরে পালিয়ে যাচ্ছে না। অথচ বিজেপির একাধিক মন্ত্রী-নেতাদের বিরুদ্ধে ভুরিভুরি অভিযোগ রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এদের চেয়েও ভয়ঙ্কর দুর্নীতির অভিযোগ আছে। আছে উত্তরপ্রদেশের অগণিত নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো নীরব কেন? অন্য দিকে এই রাজ্যে তোলাবাজি প্রধান শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ মরছে। ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্ষতিপূরণের টাকা। নাচতে নাচতে আসুন, হাসতে হাসতে গাছতলায় ফিরে যান! পোকামাকড়ের মতো মানুষ মরলেও তোলার টাকায় ক্ষতিপূরণ! আশ্চর্য আমাদের দেশ! কি লজ্জা! কি লজ্জা! গোপন আঁতাত বিজেপি-তৃণমূলের! ভিনরাজ্যে তৃণমূলের প্রার্থীরা ভাড়াটে বাহিনীর মতো বিজেপির হয়ে খাটছে। আর পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের জনসমর্থনকে দুর্বল করতে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে। বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়ার অন্যতম ইউটিউবার সময় বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন, ভাইপোর ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টে আপোষহীন ছিলেন যে মানুষটি, আরএসএস-এর তদবিরে সম্প্রতি তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মমতাকে ভেট! তোফা! তোফা! মানুষ এখন সব বুঝতে পারছে, সংসদে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ নিয়েছে মানুষ। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়া যতই মিথ্যা প্রচার করুক, যতই ভুল তথ্য পরিবেশন করুক, তারা এবার ভুলবে না। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

গুসকরায় নির্বাচনী কর্মীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা : বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিই যে একমাত্র বিকল্প, এই আওয়াজ এই সময়ে দাঁড়িয়ে আরো জোরালো করতে হবে, আগামী নির্বাচনে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রতিটি মানুষের কাছে এই প্রচার নিয়ে যেতে হবে, এটাই আমাদের সামনে এখন প্রধান দায়িত্ব—গুসকরা শান্তিপুরের এক নির্বাচনে কর্মীসভায় এই আহ্বান জানালেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী ও তাপস সরকার।

গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে গুসকরা পৌর এলাকার ষোলোটি ওয়ার্ডের নির্বাচনে সংগঠক ও কর্মীরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন এরিয়া সম্পাদক রবিন টুডু। উপস্থিত ছিলেন সুরেন হেমরম।

রিটায়ার্ড রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের বর্ধমান শাখার সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ মার্চ : রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে রিটাইয়ার্ড রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ২০ মার্চ রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে অতিথি ছিলেন সর্ব ভারতীয় পেনশনার সংগঠন এনসিসিপিএ, নিউ দিল্লির কার্যকরী সভাপতি অশোক কান্তি ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সকল পেনশনারদের আন্দোলনের যুক্ত মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক সঞ্জীব কুমার ব্যানার্জী, বর্ধমান জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সজল রাজা এবং আরও অনেকে। সভায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ— নয়া পেনশন ব্যবস্থা বাতিল ও পুরাতন ব্যবস্থা পুনরায় লাগু করতে হবে সকল অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য অবিলম্বে। আগামী দুবছরের জন্য নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি হন শ্রী কে আর বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক হন বাসুদেব সেনগুপ্ত।

গর্বের ৩৪ বছর

শিবানন্দ পাল

বামফ্রন্ট সরকারের চৌত্রিশ বছর সাদা না কালো, নির্দিষ্ট না হলেও ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে 'চৌত্রিশ বছর' শব্দবন্ধন। পরবর্তী তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী নেতা হাতা যাবতীয় অপকর্মের দায় চৌত্রিশ বছরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের মুক্তকচ্ছ ভেবে আনন্দ পায়। বিচ্ছিন্ন আলোচনায় জায়গা করে নেওয়া 'চৌত্রিশ বছর' কারোর অনুগ্রহে পাঠ্যপুস্তকে ছাপার অক্ষরে ঢুকে পড়া নয়, মানুষের চর্চিত বিষয় হিসেবেই স্মরণে আসে।

কী করেছে ওরা! সাংঘাতিক দাম্ভিকতা। প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য। ভুল স্বীকার করতে জানে না, অনুতাপ নেই। এই জন্যই বাংলার মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। শূন্যের গাড্ডায় ফেলেছে, আর উঠতে পারবে না। পঙ্কিল সমাজের কর্দমাক্ত কিছু ঘটনার উল্লেখ, তেরো বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায়, হাটেবাজারে মতামত শুনছি। কথাগুলোর মধ্যে কিছু সত্যতা নিশ্চয় আছে! তা সত্ত্বেও তেরো বছর পরে সন্দেশখালির ঘটনায় মা-বোনেরা বলছে, আগে ভালো ছিলাম!

বামেদের অপারগতা, অরাজকতার জন্যই কি শুধু পশ্চিমবঙ্গের শহরের মানুষ ১৩ বছর আগে পরিবর্তনের জোয়ারে ভেসেছিল?

যদিও তাতে দোষের কিছু নেই, আপন ভাগ্য হাতে নেবার অধিকারের নামই গণতন্ত্র। বহুদলীয় ব্যবস্থা। নির্বাচন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলের অত্যাচারে মানুষ এতটাই জর্জরিত হয়েছিল যে কাদের হাত ধরছে খেয়াল করেনি? অবশ্য ডুবন্ত মানুষ সামনে যা পায় আঁকড়ে ধরে। তাই কী?

উত্তরে গোর্খাল্যান্ড সমস্যা, পুরুলিয়ায় অস্ত্রবর্ষণ, মেদিনীপুরে মাওবাদী সমস্যা, সিঙ্গুরে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনার বিপরীতে সেদিন যে সততার মস্ত ফানুস ক্রমশ বড় হয়েছিল তেরো বছর পরে তা ফুস হয়ে গেল কেন?

মৃত্যুঘণ্টা কি আজ নিজে নিজেই বেজে উঠেছে! পাবলিক খেপানো যাত্রাপালার একের পর এক উত্তেজনাময় ডায়লগের পিছনে কি কেউ খেয়াল করেছিল কমিউনিস্টদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমূহ বিপদ? তাই সুবিধাভোগী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সবাই মিলে কমিউনিস্টদের প্রতি তীব্র ঘৃণায় দাঁড়কাকের মতো কা কা রব তুলছিল! লালু আলমের সহযোগিতায় মাথায় ফেট্টি দিয়ে যার শুরু, তাপসী মালিক আর রিজানুরের মৃত্যুর ঘনঘটা পৌঁছে দিল অভিষ্ট লক্ষ্যে। গত শতকের সত্তর দশকের শবসাধনার দৃশ্যশয্যা তৈরি করা হয়েছিল কলকাতার বুকে! কলকাতা যে দুঃস্বপ্নের নগরী!

কিন্তু অচিরেই তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছিল, চৌত্রিশ বছর যারা সমাজের কালো ছায়া ছিল, মা-মাটি-মানুষের সরকারের প্রতীক নিয়ে তারা যাবতীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর লাল-হলুদ রঙ মুছে নীল সাদা প্রলেপ দিয়ে নিজেরাও সাদা পোশাকে সেজে ত্রিফলা নিয়ে হৈহৈ করে পৌঁছে গেল সিন্ডিকেট আর তোলাবাজির চরম শিখরে। এলোমেলো করে দে মা!

সাম্রাজ্যবাদের পোষ্য লাল রঙ নয়, শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের গর্বের লাল রঙ চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দাও! দুষ্টু ছেলেরা সাজানো বাগানের ফল লুটেপুটে খাবেই! রাতারাতি গজিয়ে গেল হাজারে হাজারে প্রমোটার, ডেভলপার। বেআইনি নির্মাণ। জমি দখল, নদী নালা ডোবা পুকুর ভরাট। শিল্পের নামে কোটি কোটি টাকার শুধু মাটি মাটি খেলা নয়; খাগড়াগড় পর্যন্ত ঘটে গেল।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তো শান্তি আর উন্নয়ন চেয়ে পরিবর্তন এনেছিল। এসে গেল দুর্নীতি। এমন শান্তি যে প্রথম ৯ মাসের মধ্যেই ৫৬ জন বাম কর্মী সমর্থকের লাশ পড়েছিল। জঙ্গলের মধ্যে দুম করে কিষেনজির এনকাউন্টার হয়েছিল। তারপরও কত কি ছোট ছোট ঘটনার বন্যা বিরাম নেই। পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, দুষ্টু ছেলেদের কত কাণ্ডকারখানা। ছোটবড় নির্বাচন মানেই রক্তগঙ্গা। নির্বাচনকে বানচাল কর। গণতন্ত্র! ভোটের দিন ভোটারের বাড়িতে বসে থাকার নাম গণতন্ত্র। নতুন সংজ্ঞা রচিত হলো, বিহারও হার মানলো।

মানুষ অতিষ্ঠ! ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বড় হয়ে গিয়েছে! বাঘের পিঠে সওয়ার, নামা মুশকিল! ধৈর্য ধরো, সহ্য শক্তির পরীক্ষা দাও! মধ্যবিত্ত মানুষ চুপ করে ছিল।

কালো টাকার নয়ছয়-মেলা, খেলা, শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলনের নামে প্রতিবছর নিয়ম করে কতগুলো লোককে নিয়ে বিদেশ সফর। আর বাংলার ঘরের লক্ষ্মীদের হাতে মাটির ভাঁড়! মানুষ সাধুদের সম্মান জানিয়ে ভিক্ষে দেয়, এই ভিক্ষে মানুষকে ভিখারি বানাবার ছল, বোঝবার চেতনাটাও মানুষের ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ চুপ করে বসেছিল। চাকরি চুরি, যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি বেচা, দেখে মধ্যবিত্ত বাঙালি থমকে গিয়েছে, আমার ছেলেটা তো চাকরি পাবে না, টাকা দিতে না পারলে মেয়েটার মাস্টারি জুটবে না! অথচ সবাই জানে হরিশ চ্যাটার্জি না ব্যানার্জি পাড়া লেনে সততার প্রতিমূর্তি ছোট্ট একটা টালির চালার ঘরে থাকেন। হাওয়াই চটি পরেন। তার ভাইপো অবশ্য থাকতেই পারেন তাজমহল মার্কা বাড়িতে! তিনি যে ব্যবসায়ী!

শিক্ষা নিয়ে গুমোর আছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর, যে যত বেশি জানে তত কম মানে। দাও শিক্ষার পাট চুকিয়ে। সরকারি স্কুলের কি দরকার যখন সবই বেসরকারিকরণ হচ্ছে! শিক্ষা নেবে ফেল কড়ি মাখো তেল! স্বাস্থ্য পরিষেবা! দিকে দিকে নীলসাদা বাড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। ডাক্তার নেই, নার্স নেই। বিল্ডিং আছে। পাবলিক খুশি। পরিষেবা চাও কিনে নাও। ডেঙ্গিতে মৃত্যু, অজানা জ্বর, কোভিডে মৃত্যু ডেস্টিনেশন ধাপা। জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজ, অবুঝ মানুষ তবু মুমূর্ষু রুগীকে নিয়ে কলকাতায় ছোটে, এ হাসপাতাল সে হাসপাতাল ঘুরে, ঘটি বাটি বেচে বেসরকারি দরজায়। কেওড়াতলা, নিমতলা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

নবান্নের নীচ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা, বয়ে গেল রাজ্যের বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা। সরকারি চাকরির পরীক্ষা, এসএসসি-সিএসসি-র পরীক্ষা। পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে বাজি কারখানার আড়ালে তৈরি হয়েছে বোমা শিল্পের হাব। সবই গা সওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গবাসীর। কিন্তু হঠাৎ খাটের তলায় গুপ্তধন, বৈশাখী ঝড়ের দাপটে উড়ে এলো কয়লা, বালি, গরু, শিক্ষা চাকরির দুর্নীতির ঝাপটা। নড়ে চড়ে বসলো বাঙালি! বগটুই ছিল অনেক দূরে মফস্বলে, কিন্তু কলকাতার কাছেই সন্দেশখালি, কলকাতার বুকেই গার্ডেনরিচ, একে একে ধ্বসে পড়ছে? এসব কী হচ্ছে? প্রকাশ্যে মানুষ চোর বলছে! বড্ড দুর্নীতির গন্ধ! মুখে মাস্ক, নাকে রুমাল চাপা, রেহাই নেই। না। মিডিয়াও সরাসরি দেখিয়ে দিচ্ছে। অতএব?

একটা ইঞ্জিনে সইছে না বাপু, ডবল ইঞ্জিন লাও! সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ফকির মানুষ। বিনয়ের অবতার। কোনও ঔদ্ধত্য নেই, আভূমি নত হয়ে জনগণেশকে প্রণাম করেন। একে কি ঔদ্ধত্য বলে যা দিয়ে খেয়ালখুশির নোটবন্দি করা যায়? ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ মাথা ঘুরে মরে, হঠকারী লকডাউন? গরুর মূত খেয়ে থালা বাসন বাজানো, রেললাইনে শ্রমিকের রক্ত মাখা রুটি? কোভিডে মৃত মানুষের লাশ প্রতিবেশী রাজ্য থেকে গঙ্গায় ভেসে বাংলায় ঢোকার মুখেই থেমে যায়! গল্প কথা! না কোনোও দাম্ভিকতা নেই, সারা বিশ্বকেই নিজের পরিবার বলে তিনি বুকে টেনে নিতে পারেন, চুরি করা ধনকেও 'বন্ড' সার্টিফিকেট দিতে পারেন, স্থিতিশীল সরকারের গ্যারান্টি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশের মানুষ যা দেখেনি, দেখছে এক দশকে।

না উনি হাওয়াই চটি পরেন না। দুর্মূল্য পোশাকে ক্ষুধার্ত উলঙ্গ শিক্ষাহীন দেশের প্রতিনিধি হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দামি বিমানে চড়ে ঘনঘন বিদেশে যান। শুনেছি সকালবেলায় রাজারাজড়ার স্টাইলে দোলনায় দুলতে দুলতে পোষ্য ময়ূরদের দানা খাওয়ান। দেশের সব থেকে ধনী শিল্পপতিদের সঙ্গে তার বিস্তর বোঝাপড়া। ইচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের হাতেই ছেড়ে দেবেন।

পুলওয়ামার ঘটনা বারবার ঘটানো যায় না, মণিপুর জ্বলতে থাকে, আসামে ডিটেনশন ক্যাম্পের পাঁচিল কমপ্লিট। পাঞ্জাবে কৃষকরা যতই বাড়ুক, বুলডোজার চালিয়ে শান্তি পাওয়া যায়। আর ঠিক সময় বুঝে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।

তাতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কী এসে গেল? ওসব দুষ্টু লোকেদের মিথ্যে রটনা।

আরও আছে। কিন্তু থাক সে সব কথা!

একজনের ১৩ বছর, আরেক জনের ১০। দাম্ভিক বামেদের ৩৪ বছর! সব মিলিয়ে শূন্য। কিন্তু তারা ব্রিগেড ভরিয়ে লাখো মানুষকে জড়ো করে। ৩৪ বছর ধরে ওদের এই ঔদ্ধত্য দেখে দেখে মানুষ ক্লান্ত। শুনেছি গুমর আছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের, পড়াশোনা করে। জানে বিশ্বের ১২৫ দেশের মধ্যে ক্ষুধার নিরিখে ভারতের স্থান ১১১। মানব

—এরপর তিনের পাতায়

দেশ বাঁচানোর প্রতিটা লড়াইয়ের স্পর্ধা যোগায় ভগৎ সিং

চন্দন সোম

২৩ মার্চ বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরুর আত্মবলিদান দিবস। উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক ভারত গড়ার লক্ষ্যে মতাদর্শ ও তার প্রয়োগের সংগ্রামে অবিচল থেকে লড়ে যাওয়া বিপ্লবী ছিলেন ভগৎ সিং।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কোন একটি নির্দিষ্ট ধারায় বহমান নয়। মূলত তিনটি ধারার (অহিংস, সশস্ত্র, কমিউনিস্ট) সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের অনেক বিপ্লবী পরবর্তীসময়ে তৃতীয় ধারা অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখান। ভগৎ সিং-এর সহকর্মী এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব হন। বিশ শতকের প্রথম দশকে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধীনতার লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো সঠিক দিশা সেই অর্থে দেখাতে পারেনি। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব গোটা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তির লড়াই-এ নতুন স্বপ্নের সঞ্চার করেছিল। দেশে দেশে বহু তরুণ বিপ্লবীদের মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষিত করেছিল। ভগৎ সিং ছিলেন এমনই একজন বিপ্লবী।

ভগৎ সিং-এর জন্ম ১৯০৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের লায়ালপুরের বাংগা গ্রামে। বাবা ছিলেন সর্দার কিষেন সিং, মা ছিলেন বিদ্যাবতী। গোটা পরিবার ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ভগৎ সিং-এর ছাত্রজীবন ও ছাত্র রাজনীতি শুরু হয় লাহোর ন্যাশানাল কলেজ থেকে। ইতিপূর্বেই প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কর্তার সিং সরাভার মৃত্যু ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ছাত্র ভগৎকে টেনে নিয়ে আসে বিপ্লবী সংগ্রামে। ভগৎ-এর অসম্ভব মেধা এবং ইচ্ছাশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করিয়েছিল মার্কস, লেনিন, ভলতেয়ার,গোর্কি, ভিক্টরহুগো, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইত্যাদি। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে তিনি যুক্ত হন ১৯২৩ সালে বিপ্লবী শচীন্দ্র সান্যালের তৈরি সংগঠন 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে'। ১৯২৫ সালে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় সংগঠনের নেতৃত্বরা জেলে থাকায় এই সংগঠনের দায়িত্ব সামলেছিলেন ভগৎ সিং। ১৯২৬ সালে ভগৎ সিং, ভগবতী চরণ ভোরা, সুখদেব, যশপাল তৈরি করেন যুবদের সংগঠন 'নওজোয়ান ভারত সভা', যার লক্ষ্য ছিল যুবদের গণ-আন্দোলনের নিয়ে আসা এবং তাদেরকে শ্রমিক- কৃষক সংগ্রামে যুক্ত করা। ভগৎ সিং তাঁর সাংগঠনিক মতাদর্শের চেতনার পরিপূর্ণ রূপ দিতে

১৯২৮ সালের ৮-৯ এপ্রিল দিল্লির ফিরোজশাহ কোটালাতে গুপ্ত সম্মেলনে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন-কে পুনর্গঠিত করে নাম দেন 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'।

একজন বিপ্লবী যিনি হবেন অবশ্যই সাহসী, লক্ষ্যে অবিচল এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে পারদর্শী। তিনি লালা লাজপত রাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হত্যা করেছিলেন চানান সিং ও জে পি সন্ডার্স-কে। গোটা দেশে কমিউনিস্ট আতঙ্কে ব্রিটিশ সরকার যখন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শুরু করেছে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ধর্মঘটীদের আটকাতে এবং বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখতে আইনসভায় আনতে চলেছে 'পাবলিক সেফটি বিল' ও 'ট্রেডস ডিসপিউটস বিল', তখন ভগৎ সিং-রা সিদ্ধান্ত নেন বোধির-কে শোনাতে হবে তাদের মতাদর্শের আমোঘ বাণী, জানাতে হবে প্রতিবাদ। তাই ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল তাঁরা আইন সভার পরিত্যক্ত জায়গায় বোমা নিক্ষেপ করেন আর ধ্বনি তোলেন— ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। তারা কাউকে হত্যা করার জন্য বোমা মারেন নি। তাঁরা পালিয়ে যাবার চেষ্টাও করেননি। ভগৎ সিংরা যা বিশ্বাস করতেন তা তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের তৈরি নওজোয়ান ভারত সভার ইশতেহারে। তারা বলেছিলেন 'বিপ্লব বলতে শুধু বোমা রিভালভার সহ কোন মানুষকে বোঝায় না', ভারতীয় বিপ্লবের অর্থ সম্পর্কে তাঁরা বলতেন "আমাদের মেধাবী যুবদের গ্রামে গ্রামে যেতে হবে রাশিয়ার যুব সমাজের মতো হাজারে হাজারে। মানুষকে বোঝাতে হবে ভারতীয় বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ, তাদের মধ্যে এই প্রত্যয় জাগাতে হবে, বিপ্লব আসছে তা কেবল প্রভু বদল নয়, সর্বোপরি এর অর্থ নয়া ব্যবস্থা, নয়া রাষ্ট্র"।

ভগৎ সিং-দের অভিধানে আত্মসমর্পণ বলে কোনো ভাষা নেই। তারা জানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ মামলার সাথে সন্ডার্সহত্যার মামলা জুড়ে দিয়ে প্রহসনের বিচারশেষে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয় ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরুকে ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে গঠিত ট্রাইবুনালে ভগৎ সিং এবং তাঁর সহযোদ্ধারা আত্মপক্ষ সমর্থন না করে দৃঢ় ভাবে সমাজতন্ত্রের পক্ষে তাঁদের মত প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, "আমরা পরিবর্তন চাই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বত্রই। যে ব্যবস্থা চলছে তাকে বদলে ফেলে এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ থাকবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। গোটা সমাজব্যবস্থা বদলে ফেলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা যদি না করা যায় তাহলে মানব সভ্যতার পরিণতি ভয়ঙ্কর।" জাতীয়তাবাদের সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয়ে সেযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি খসড়ায় লিখেছিলেন জমি, কারখানার জাতীয়করণের কথা, কৃষকের ঋণ মকুব, কারখানায় শ্রমিকের কাজের সময়, সর্বজনীন শিক্ষার কথা।

আজ আমাদের গোটা দেশে বিজেপি-আরএসএস আক্রমণ তীব্র। দেশের মানুষ বিপদে। কর্পোরেট হিন্দুত্বের রাজনৈতিক আঁতাতে আজ গোটা দেশের সম্পদ লুট হয়ে যাচ্ছে। তীব্র বিভাজনের রাজনীতি ধর্মের নামে, জাতের নামে, ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর নামে মানুষকে ভাগ করছে। শ্রেণিকে তার ঐক্যবদ্ধ লড়াই থেকে পিছু হটাতে ওদের এই চক্রান্ত। লুটের ধনতন্ত্রের এই যুগে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দেশের জাতীয় সম্পদ। প্রতিদিন বাড়ছে বেকার। নয়া শিক্ষানীতির নামে শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণের চক্রান্ত চলছে। পশ্চিমবঙ্গে একই ভাবে চলছে লুট, দুর্নীতি, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ জনগণ সবাই আক্রান্ত। দেশের সংবিধান আক্রান্ত। তাই দেশ বাঁচাতে দেশের মানুষকে বাঁচাতে আজকের বড় লড়াই দেশ বাঁচানোর লড়াই। সেই লড়াই জিতেই এগোতে হবে ভবিষ্যতের লড়াই-এর পথে। আমাদের এই প্রতিটা লড়াইয়ের স্পর্ধা জোগান ভগৎ সিংরা।

দুর্গাপুরে বিশ্ব জল দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২৩ মার্চ : ইস্পাত নগরীর মেঘনাদ সাহা হাইস্কুল, সিটি সেন্টারের বিদ্যাসাগর প্রাঃ স্কুল, বিজরা হাইস্কুল ও সগড়ভাঙ্গা হাই স্কুলে গতকাল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের গল্ফ থেকে বিশ্ব জল দিবসের আলোচনা,ক্যুইজ ও দামোদর বাঁচানোর সমীক্ষাপত্র পূরণ করা হয়, ইস্পাত বিজ্ঞান কেন্দ্র, ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিজ্ঞান কেন্দ্র ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষে বিশ্ব জল দিবসের অনুষ্ঠানগুলি থেকে জল ও নদী বাঁচানোর অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় ও বসন্ত উৎসবের সূচনা করা হয়। আলোচক রূপে ছিলেন রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত চৌধুরী, বিজরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ নিজামুদ্দিন, সগরভাঙা হাইস্কুলের শিক্ষক রাজীব চ্যাটার্জী ও বিদ্যাসাগর মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তৃষা দে। ক্যুইজ পরিচালক রূপে ছিলেন ইস্পাত বিজ্ঞান কেন্দ্রের অশোক ভাদুড়ী ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন অরুন্ধতী ভাদুড়ী, অমিয় দত্ত, স্বপন মিশ্র, শিক্ষক শেখ আজম, শিক্ষিকা কাকলি ধাড়া, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শেখ জালালউদ্দিন ও শিক্ষিকা তৃপ্তি বিশ্বাস প্রমুখ।

—দুয়ের পাতার পর

গর্বের ৩৪ বছর

উন্নয়ন সূচকে ১৯৩ টা দেশের মধ্যে ভারত ১৩৪। মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় ৭ শতাংশ, বেকারত্ব ৮ শতাংশের কাছাকাছি। তাতে কী?

অপারেশন বর্গা, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বুনিয়াদি শিক্ষার শক্ত ভিত, বয়স্ক শিক্ষা তথা সাক্ষরতার অঙ্গীকার, গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার, আঠারো বছর বয়সে ভোটাধিকার, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণ বজায় রাখা, নিয়মিত সরকারি চাকরির পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, কৃষি ও মৎস্য চাষে রাজ্যকে স্বনির্ভর গড়ে তোলা---কোনোটাই শুধুমাত্র মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ছিল না, চৌত্রিশ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের করে দেখানো কাজ ছিল।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, পৌরসভা, পঞ্চায়েত, সমবায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেকের বেতন, পেনশন, পারিবারিক পেনশন, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। কখনই কার্পণ্য করেনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মাদ্রাসা, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে নিয়মিত নিয়োগ। দায়িত্ব পালনের সময় বামফ্রন্ট সরকার তার সাফল্য, সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলো বস্তুনিষ্ঠ বিচারের চেষ্টা করেছে। কী কাজ করেছে তা যেমন বলেছে, তেমনই কী কাজ করতে পারেনি, কেন পারেনি তাও মানুষের কাছে খুলে বলেছে।

রাজনৈতিক কারণেই বাম-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার শক্তি একদিকে হিংসাত্মকভাবে বামফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থবাহী উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে যেমন বাধা দিয়েছে; অন্যদিকে নির্বিচার আগ্রাসী কুৎসার তোড়ে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে সরকারের অসামান্য ইতিবাচক অবদানগুলো। নেপালি, সাঁওতালী, উর্দুভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদা রক্ষায় বামফ্রন্ট সর্বদা আন্তরিক থেকেছে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে রাজ্যে বর্গা নথিভুক্ত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১১ লক্ষ ১৫ হাজার একর। শুধুমাত্র মহিলারা পাট্টা পেয়েছিলেন ১ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি। 'চাষ ও বসবাসের ভূমিদান' প্রকল্পে প্রায় ২ লক্ষ খেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর ও মৎস্যজীবী পরিবারকে বিনামূল্যে ৫ কাঠা পর্যন্ত জমি দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের জন্য বনাধিকার আইন ২০০৬ কার্যকর করার ক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল।

না খাটের তলায় টাকা, গয়না অলঙ্কারের পাহাড় নয়, টানাটানির সংসারে শেষের আট বছর 'বন্ধ' রাজনীতির সুয়োরানির সঙ্গে লড়াই করতে করতেও বামফ্রন্ট বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা চালু রাখার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে। অবশ্য এসব শত হতশ্রী-র বন্যায় কিছুই নয়। কিন্তু অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য দেশের মধ্যে প্রথম প্রভিডেন্ড ফাণ্ড স্কিম চালু, বন্ধ কলকারখানা সহ চা বাগানের শ্রমিকদের অর্থ সাহায্য, সেল্ফহেল্প গ্রুপের উদ্যোগকে পরিপুষ্ট করা, এগুলো তো মানুষকে ভিক্ষা দেওয়ার কাজ ছিল না, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির জন্যই করা হয়েছিল?

না। বামেরা পারবে না সংখ্যালঘু ছাত্রদের পিটিয়ে মারতে। পারবে না লেঠেল লেলিয়ে বিফ-খোরদের খুঁজে খুঁজে বের করতে! পারবে না দলিত ছাত্রের মুখে পেচ্ছাপ করতে। তারা পারবে না হাতরাস, কাঠুয়া কিংবা পার্কস্ট্রিট, কামদুনির মতো কাণ্ড ঘটাতে! তারা শুধু জিরো। শূন্য শূন্য শূন্য! পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি এতই বোকা, নির্বাচনী বন্ডে কাটমানি নেওয়া তোলাবাজদের নীল-সাদা কিংবা গেরুয়া সততায় ভুলে যাবে?

বামফ্রন্টের ৩৪ বছর ছিল শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের আত্মমর্যাদার। নিপীড়িত মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিলেন নিজের হকের লড়াইয়ের জন্য। আজও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম চলছে।

ছাত্রকে শিক্ষকের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২২ মার্চ : থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত নিজের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রকে রক্ত দিলেন শিক্ষক নেতা সুমন্ত মুন্ডারী। মন্তেশ্বরের হরকাডাঙ্গা গ্রামের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রানা কর্মকার ছোটবেলা থেকেই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত। মাসে দুবার করে তাকে রক্ত দিতে হয়। সম্প্রতি রক্ত দিতে তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার পর দেখা যায় ব্লাড ব্যাংকের রক্ত নেই। রক্তের সন্ধান চালাতে গিয়ে তার রক্তের হিমোগ্লোবিন ৩.১ এ নেমে যায়। এই সময় হড়কাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুমন্ত মুন্ডারী খবরটি পান। তিনি কোন রকম কালবিলম্ব না করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে গিয়ে রক্ত দিয়ে ওই ছাত্রের জীবন সংশয় থেকে উদ্ধার করেন। ছাত্রটির বাবা তাপস কর্মকার একজন পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কেরালায় থাকেন।

চিরন্তনীর রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ মার্চ : গ্রীষ্মে রক্তের যোগান বাড়ানোর জন্য বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের সংগঠন 'চিরন্তনী'-র উদ্যোগে বিদ্যালয়ের রাজেন্দ্রভবন সভাকক্ষে একটি রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট ৪৭ জন প্রাক্তনী রক্ত দান করেন। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ফুটবলার দেবাশীস কোনার, অধ্যাপক সত্যদর্শন দত্ত, প্রধান শিক্ষক অরুণাভ চক্রবর্তী, সজল রাজা, ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির পক্ষে ফজলুল হক। রক্তদাতাদের প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য চারাগাছ প্রদান করে গাছ গ্রুপ।

যোগাসনে বর্ধমানের গর্ব সর্বশ্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : পরপর দুটি সর্বভারতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পশ্চিমবঙ্গ তথা বর্ধমানের মুখ উজ্জ্বল করলেন বর্ধমান শহরের শাঁখারিপুকুর পাড়তলার তরুণী সর্বশ্রী মণ্ডল। ট্রাডিশনাল ও আর্টিস্টিক এই দু-ধরনের প্রতিযোগিতাতেই তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। উত্তরপ্রদেশে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এই দুটি প্রতিযোগিতায় ২৫টি রাজ্যের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন।

রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২০ মার্চ : ১২ বছরের তৃণমূলের জমানায় রাস্তা এখনও পাকা হলো না। ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু রাস্তা পাকা আর হয় না। নেতা, মন্ত্রী বিধায়ক সবাই এসে প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু তা সব ভুলে যায় ভোটের পর। সম্প্রতি নব নির্বাচিত জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জীও এই রাস্তা নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোট পেরিয়ে লোকসভা ভোট এসে গেল রাস্তা পাকা হলো না। উপরন্তু আবার তিনি ভোটের মুখে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাই এবার মেমারির মানুষ ভোট বয়কটের ডাক দিলেন।

তৃণমূলের প্রার্থীর প্রচারকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ২৩ মার্চ : পূর্বনির্ধারিত ঘোষণা মতো মেমারি-১ ব্লকে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকারের নির্বাচনী প্রচারের সূচনা ছিল মেমারির গোপগন্তার-১ অঞ্চলের গন্তার চণ্ডীতলা মন্দিরে পুজো দেওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে থমকে গেল তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারাভিযান। এ বিষয়ে পরিচিত একজন তৃণমূল কর্মী দোষারোপ করছেন অপর তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বললেই উচ্চস্তরীয় নেতারা দোষ দিচ্ছেন মিডিয়াকে।

ফেরি বন্ধ ভাগীরথীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ মার্চ : ভাগীরথী নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বেশ কয়েকদিন ধরে ব্যহত হচ্ছিল কালনা ফেরি সার্ভিস। কিন্তু এবার নদী ভাঙনের জেরে দুদিন ধরে বন্ধ এই ফেরি ঘাটে যান পারাপার। তবে যাত্রী পারাপারের ফেরি চলছে। মহকুমা শাসক জানান, খুব শীঘ্রই ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু হবে। তারপরে পুনরায় ফেরি চলাচলের কথা ভাবা হবে।

৭০ তম ন্যাশনাল কাবাডি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ মার্চ : এবার সিনিয়র ছেলেদের ৭০তম ন্যাশনাল কবাডি প্রতিযোগিতার আসর বসছে মহারাষ্ট্রের আমেদপুরে। বাংলার কোচ, ম্যানেজার অন্যান্য অফিসিয়াল সহ দলের ১২ জন খেলোয়াড় ট্রেনে ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন শফিকুল মণ্ডল, জয়ন্ত বিশ্বাস, পূর্ণ পাল, পল্লব চাল, প্রকাশ ঘটক, আসিফ মণ্ডল, সেলিম আক্তার, শিবা মাহাতো, শেখ সাহিল আলি, সৌভিক আদক, রাজা দাস এবং রাকেশ মণ্ডল। এই দলের অফিসিয়ালস হিসাবে সঙ্গে রয়েছেন কোচ মোহন মণ্ডল, মুখ্য পরিচালক শেখ হাবিব আলী, সম্পাদক শ্যামল কুমার বাসু এবং দুই অর্জুন-প্রাপ্ত কাবাডি খেলোয়াড় রমা সরকার ও বিশ্বজিৎ পালিত।

সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ মার্চ : সিপিআই(এম) কালনা-১ এরিয়ার কমিটি এলাকার ঘনিষ্ঠ দরদী শেখ সিরাজুল হক (৮০) জীবনাবসান হয়েছে। বিজয়নগর গ্রামের বাড়িতে কয়েকদিন আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কালনা সুগার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় ১৮ মার্চ রাতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ বাড়িতে আনার পর হালিম শেখ, কাশীনাথ পাল, জরিনা বেগম প্রমুখ শ্রদ্ধা জানান। স্থানীয় কবরস্থানে তার মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে এবং দুই কন্যা বর্তমান।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

পাখি-চোখ-৭০

রত্না রশীদ

আগে যেটা বলছিলাম। ভূসম্পত্তি নির্ভর যৌথ পরিবারে একটা সময় পর্যন্ত কিছুটি না করেও সহজলভ্য ছিল খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান পরিবারস্থ সকলের। একান্নবর্তী পরিবার পরিচালনায় বরং মেয়েদের শ্রম ছিল বেশি। আধমনি চালের হাঁড়ি, নিত্যদিন শ'খানেক মানুষের জন্য তেমনই বিশাল মাপের আনাজ, মাছ-মাংস, দুধ-দই-ঘি-ক্ষীরের যোগান তো অন্দরই যোগাবে। মুড়ি-মুড়কি, ঘি, খই, চিঁড়ে, চাল ঢেঁকি কোটা শতেক প্রকারের মশলা দ্রব্য, বড়ি, আচার আমসত্ত, নারকোল নাড়ু, তক্তি জিবে গজা, সিরির নাড়ু, তিলের নাড়ু, নিমকি, আরো কতো কতো মুখরোচক খাবার পালা-পার্বণ ছাড়াই যোগান দিতো অন্দরমহল। কোনো উৎসব বা পালা-পার্বণ হলে বরং ভাড়াটে হালুইকর আসতো, নিত্যদিনের একশো ওপর গাঁচ বেলার পাঁচশো পাতের যোগানদার একান্নবর্তী পরিবারের অন্দরমহল। বাইরের খাবার কী জিনিস জানতে হয়নি কাউকে। আর খাবারে ভেজালই বা কী বস্তু কল্পনাতে ছিল না কারো। বাড়িতে গিন্নি বান্নী পিসি ননদ ও কাজ করুনী জল-চল মাসীও ছিল অনেক। কখনো কারোর খাদ্য-বস্ত্রের অভাব বুঝতে হয়নি। মেয়ে মহলে কুঁড়ে অচল। কুঁড়ে পরশ্রমনির্ভর পুরুষ মেলা ছিল, নারীর গতরই সম্বল। আমার দিদা বলতেন, —"ওরে রাজার রাণীটিকেও আঙুর-কিশমিশের বৌটা ছাড়াবার শ্রমটুকু যেচে মেগে করতে হয়। কুঁড়ে, কুটে হলো মেয়েদের প্রতি অসম্মান, অপমান। ভাত দেনা ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।"

বাস্তবিক নারীর শ্রী ছিল একান্নবর্তী পরিবারের একত্রে টিকে থাকার কুইকফিক্স। জনে জনে রকম রকম যার যেমন রুচি-পছন্দ—প্রয়োজন আহার পথ্য যুগিয়ে পুরো পরিবারকে সুস্থ সমর্থ কর্মঠ রাখার দায়িত্ব ছিল অন্দরমহলের। একাধারে রাঁধুনী, নার্স, ডায়েটিশিয়ান এবং অল পারপাস শুভকামনার মানুষগুলি ছিলেন অন্দরমহলে। বার, ব্রত, ষষ্ঠী—ইত্যাদি পালন করতেন সংসারের প্রত্যেকের মঙ্গল হবে—এই বিশ্বাসে।

একান্নবর্তী পরিবার বাহান্নবর্তী হয়ে গেল কেবলই 'মাটি সংযোগ' বিচ্ছিন্ন হবার কারণে। দেশ ভাগ ছিন্নভিন্ন করে দিল পরিবার তথা সমাজের ভিত্তিভূমি। গেছনে পড়ে থাকলো এক ছাতার তলায় শতেক জনের মাথা গোঁজার বাস্তুভিটে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে যে যেমন পারলো ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায় ছুটে বেড়ালো। কোথায় রাখবে বিধবা পরিত্যক্তা পিসি বোনেদের! কী খাওয়াবে! নিজেদেরই তো যৎসামান্য 'ডোল' সম্বল। নির্ভরশীল অসংখ্য জন কোথায় ভেসে চলে গেলো। বাঙালির বাহান্নবর্তীরা বহু বাহান্ন শাখা মেলে আপনি-কোপনির পায়রা খুপরিতে চিরতরে সেঁধিয়ে গেল। একান্নবর্তী পরিবার ইতিহাস ও ডিকশনারীতে চিরস্থায়ী হয়ে রয়ে গেল। (চলবে)

বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে

—প্রথম পাতার পর

মূল্যর দাবি আমাদের হয়ে সরকারের কাছে তুলে ধরতে হবে। শ্রীরামপুরের মহিলারা রাস্তার ধারে প্রার্থীকে বরণ করেন। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জানিয়ে বৃদ্ধ শ্রমজীবী মানুষ নেপাল হাজরা প্রার্থীকে বলেন—পঞ্চায়েত নির্বাচনে শ্রীরামপুর গ্রামের ২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে আমরা জয়ী হয়েছি। লোকসভা নির্বাচনেও উজাড় করে তোমাকে ভোট দেব। এ লড়াই জিততে হবে, এ লড়াই বাঁচার লড়াই।

কার্যত শয্যাশায়ী আলি মোল্লা সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রচারে আসছেন শুনে রাস্তার পাশেই বাড়ির বারান্দায় স্ত্রীর হাত ধরে অশ্রুসিক্ত নয়নে কাঁপা হাত তুলে প্রার্থীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এরপর সিপিআই(এম) প্রার্থী উচালন বাজারে উপস্থিত হন। কয়েক শত মানুষের উপস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচার কার্যত রোড শোতে পরিণত হয়। এলাকার যুবক জহর পরীক্ষিত প্রার্থীকে বলেন, পহলানপুর অঞ্চলে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬টি আসনে আমরা জয়ী হয়েছি, বাকি কটা গণনায় চুরি করে জিতেছে তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনে আমরা জানকবুল লড়াই করবো রাম রহিম একসাথে।

প্রার্থীর সাথে ছিলেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মির্জা আক্তার আলি। সিপিআই(এম) জেলা কমিটির সদস্য অশোক সাঁতরা, বর্ষীয়ান কৃষক নেতা আব্দুল হান্নান, আব্দুল সবুর, যুবনেতা সোমনাথ মাজি, এরিয়া কমিটির সদস্য চন্দন কুণ্ড, তালুকদার হোসেন মির্জা ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

সুকৃতি ঘোষাল-কে নিয়ে পদযাত্রা বর্ধমানে

—প্রথম পাতার পর

বামফ্রন্ট-এর প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল-এর পক্ষে প্রচারে নামবে। আশা করি জেলা বামফ্রন্টও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল পেশায় শিক্ষক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পি.এইচ.ডি লাভ করে বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা সর্বশেষ বর্ধমান উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পর কিছুদিন পর হাওড়ায় নবগঠিত হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব পদে কাজ করেন। ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে সক্রিয় থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লেখক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী।

প্রথমে পৌঁছাতে পদযাত্রা পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ মার্চ : এবার দ্বিতীয় থেকে প্রথম স্থানে পৌঁছাতে বাম প্রার্থীকে নিয়ে হয় দীর্ঘ পদযাত্রা। সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে নিমতলা বাজারে জমায়েতের পর পদযাত্রা শুরু হয়ে সমুদ্রগড় এবং নশরতপুর এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। পদযাত্রা শেষ হয় সমুদ্রগড় রেল বাজারে। এই পদযাত্রার সামনের সারিতে ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নীরব খা, সুকুল শিকদার, সাকাউৎ হোসেন, সুব্রত ভাওয়াল, সাহাদুল খান, রতন দাস, আলেয়া বেগম প্রমুখ। তাঁতশিল্পীদের আত্মঘাতী হওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তাঁতশিল্পের মতো এই এলাকা কৃষি নিবিড়ও। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের দাম পাচ্ছেন না বলেই সারা রাজ্যের সাথে এখানেও কৃষকের আত্মহত্যা দিন দিন বাড়ছে। তাই তাঁতশিল্প ও কৃষি বাঁচাতে বাম প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানানো হয়। রাজ্য ও কেন্দ্রের উভয় সরকারই কর্পোরেট বান্ধব সরকার। ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে এরা কর্পোরেট দুনিয়া থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে। তাই তাঁত শিল্পী ও কৃষকদের জন্য এরা কিছু করবে না। বাম প্রার্থী জয়ী হলে লোকসভায় গিয়ে তাঁত শিল্পী ও কৃষকদের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরবেন।

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা